সংবাদ

তারিখ 13 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ সঙ্কটে শাবির শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

এনামুল হক, শাবিপ্রবি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরুর পর থেকে শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতা, লাইব্রেরিতে বইয়ের অভাব, আবাসন ও পরিবহন সঙ্কটের পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষ সঙ্কটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ।

১৯৯১ সালে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর পর থেকে দীর্ঘ ১৮ বছরে শাবিতে বিভাগ ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও সুযোগ-সুবিধা সে হারে বাড়েনি। ফলে নানা সীমাবদ্ধতা নিয়েই চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। বর্তমানে শাবির ২৩টি বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। কিন্তু এর বিপরীতে শিক্ষক সংখ্যা মাত্র ৩৭৮ জন। এদের মধ্যে ১২২ জন শিক্ষক রয়েছে শিক্ষাছুটিতে। অভিযোগ রয়েছে, এদের অনেকেই নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও শিক্ষাছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেননি। ইতোমধ্যে এমন অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ৫৫ জন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী শুধু ব্যাচেলর প্রোগ্রামের জন্য প্রতিটি বিভাগে ১৮ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও অধিকাংশ বিভাগে তা নেই। ফলে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, শাবির ২৩টি ভিভাগের মধ্যে ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগে ৯ জন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ১১ জন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৮ জন, পদার্থ বিজ্ঞানে ১৬ জন, রসায়নে ১৮ জন, গণিতে ২২ জন, পরিসংখ্যানে ১৭ জন, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্সে ১২ জন, অর্থনীতিতে ১৪ জন, ব্যবসা প্রশাসনে ১৪ জন, নৃবিজ্ঞানে ১১ জন, সমাজকর্মে ১২ জন, পলিটিক্যাল স্টাডিজে ১১ জন, লোক প্রশাসনে ৮ জন, ইংরেজিতে ১৩ জন, বাংলায় ৮ জন, আর্কিটেকচারে ৮ জন, পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড জিও রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৬ জন, বায়োটেকনোলজিতে ৭ জন এবং জেনেটিকে ৭ জন শিক্ষক বর্তমানে কর্মরত আছেন। শিক্ষক সঙ্কটের কারণে বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস সিডিউল অনুসারে নেয়া সম্ভব হয় না বলে জানা যায়।

এদিকে শিক্ষক সঙ্কটের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম সঙ্কটও তীব্র আকার ধারণ করেছে। ক্লাসরুম সঙ্কটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ভবন ও ব্যায়ামাগারকেও ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে বা অনেকক্ষেত্রে সেমিনার কক্ষেই শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়। নতুন একাডেমিক ভবন নির্মিত হলেও ক্লাসরুম সঙ্কটের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পাবে বলে মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া শাবির লাইব্রেরি ভবনেও রয়েছে বইয়ের অপ্রতুলতা। প্রতিবছর সিলেবাস পরিবর্তন করা হলেও লাইব্রেরিতে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী বইয়ের সংযোজন হয় না। ফলে শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ থেকে বঞ্চিত হয়।

শিক্ষক ও ক্লাসরুম সঙ্কটের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন ও পরিবহন সমস্যাও তীব্র আকার ধারণ করেছে। ২টি ছাত্র হল ও ১টি ছাত্রী হল হলে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ১৫ শতাংশ আবাসিক সুবিধা লাভ করে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সমস্যাও বাড়ছে দিনে দিনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি নিজস্ব বাসের সঙ্গে কয়েকটি ভাড়া বাসে প্রতিদিন দূর-দূরান্তের শিক্ষার্থীরা বাদুড় ঝোলা হয়ে চলাচল করে। শিক্ষার্থীরা সময়মতো ক্লাস করতে পারে না।

শিক্ষার্থীদের দাবি, এসব সমস্যার দ্রুত সমাধান করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ আরও উন্নত করার ব্যবস্থা নেয়া হোক।